PRESS CLIP

==========

Publication:- Khabaronline.com (https://www.khaboronline.com/news/business/webinar-organised-by-the-bengal-chamber-regarding-the-impact-of-covid-19-on-indian-economy/)

Date: - 14th May 2020

Page :-Online

Online panel discussion on " COVID-19's Impact and Way Forward for India: An Economic Assessment" on 13th May organized by The Bengal Chamber

এমন সংস্কার দরকার যা আমাদের কাছে ভালো ভবিষ্যৎ এনে দেবে: দ্য বেঙ্গল চেম্বারের ওয়েবিনারে কৌশিক বসু

May 14, 2020

ওয়েবিনারে ড. কৌশিক বসু।

খবর অনলাইন ডেস্ক: দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে কোভিড ১৯ (covid 19)। তবে এরই মাঝে

ভারতের জন্য আশার আলোও দেখছেন বিশেষজ্ঞরা, বিশেষ করে উৎপাদনশিল্পে। বিশ্বের খাদ্যশৃঙ্খলে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে। এবং সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠতে পারে।

এই আবহে দ্য বেঙ্গল চেম্বার (The Bengal Chamber) ১৩ মে একটি ওয়েবিনারের (webinar) আয়োজন করেছিল। বিষয়: 'ভারতে কোভিড–১৯–এর প্রভাব এবং সেই সমস্যা কাটানো: একটি আর্থিক পরিমাপ'। ওয়েবিনার আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, করোনা–ধাক্কা সামলে কী করে দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে মজবুত করা যায়, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মত জানা।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রাক্তন প্রধান অর্থনীতিবিদ, ভারত সরকারের প্রাক্তন প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা ড. কৌশিক বসু (Kaushik Basu) বলেন, "ভারতের আমলারা নিজেদের দায়িত্ব খুব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। তাঁদের সেই গুণ কাজে লাগিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় একটা পরিকল্পনা ছকতে হবে। এ ধরনের বিপর্যয়ে খাদ্য পৌঁছে দিয়ে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দুঃস্থ মানুষদের পাশে থাকতে হবে। এ দেশে প্রচুর অসাম্য রয়েছে। আমাদের এমন একটা করব্যবস্থা চালু করতে হবে যেখানে বিত্তবানদের আরও বেশি করে আয়কর, সম্পদকর দিতে হবে এবং সেই অর্থ পৌঁছে যাবে দরিদ্রদের কাছে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পকে সরকারি মদতের সিদ্ধান্ত ভালো, তবে কর্পোরেশনগুলিকেও উৎপাদন এবং লাভ করার সুযোগ দিতে হবে।"

কর্নেল ইউনিভার্সিটির কার্ল মার্কস প্রফেসর অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ ড. বসু বলেন, "বিশ্বের বড়ো বড়ো শিল্পসংস্থা আমাদের দেশ নিয়ে চিন্তিত। মার্চে ১৬ বিলিয়ন ডলারের পুঁজি এ দেশ থেকে চলে গিয়েছে, যা একটা বাজারের ক্ষেত্রে সব থেকে বড়ো নির্গমন। গত দু' বছরে ভারতে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অতি মন্দা দেখা দিয়েছে। অনেক বহুজাতিক সংস্থা এ দেশ ছেড়ে ভিন দেশে পাড়ি দিচ্ছে। আমাদের সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। এমন সংস্কার দরকার যা আমাদের কাছে ভালো ভবিষ্যৎ এনে দেবে।"

রাজ্য শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান অভিরূপ সরকার বলেন, "থমকে থাকা আর্থিক কাজকর্ম শুরু করতেই হবে। উৎপাদন শুরু করতে হবে। সরবরাহকারীদের ভরতুকি এবং সহায়তা দিতে হবে। ছোটো উদ্যোগপতিদের কাজ শুরু করা বেশ অসুবিধার, কারণ নিয়মিত আয়ের রাস্তা বন্ধ। তাঁদের বেশির ভাগকেই ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ মেটাতে হবে। তাই সরকারের উচিত সহজ সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে ঋণ মকুব করা। মানুষকে কাজে যেতে হবে। তাই সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থায় ভরতুকি দিতে হবে। নিরাপদ ও সহজ পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হবে।"

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ফিনান্স অ্যান্ড পলিসির অধ্যাপক এন আর ভানুমূর্তি বলেন, "ইঙ্গিত যা তাতে মনে হচ্ছে, জিডিপি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) –২ থেকে –৩ পর্যন্ত হতে পারে। চলতি অর্থবর্ষে আমরা ঋণাত্মক বৃদ্ধি দেখব। এবং সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে মূল্যবৃদ্ধিও হবে। আমরা চাইছিলাম, অর্থনীতির হাল সামলাতে কেন্দ্রীয় সরকার ভালো রকম প্যাকেজ ঘোষণা করুক। প্রধানমন্ত্রী যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন তা আমেরিকা এবং জাপানের পর সব থেকে বড়ো প্যাকেজ। আমাদের এ কথা মাথায় রাখতে হবে, ঋণাত্মক বৃদ্ধির জন্য সরকারের রাজস্ব বেশ কমবে। এই বিপর্যয়কে সরকারি মূলধনী ব্যয় বাড়ানোর সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে, তাতে যদি আর্থিক ঘাটতি হয় তো হোক। কারণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি ভালো প্রভাব ফেলবে।"

একজিম ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডেপুটি এমডি এবং আইডিবিআই মিউচুয়াল ফান্ডের প্রাক্তন এমডি এবং সিইও দেবাশিস মল্লিক বলেন, "সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রবল ধাক্কা দিয়েছে কোভিড। আমার মনে হয়, এটি আগামী দিনে আরও ধাক্কা দেবে। সরবরাহ শৃঙ্খলে আরও বড়োসড়ো সমস্যা তৈরি হবে বলে মনে হয়। তা মোকাবিলায় বাজারে টাকার জোগান ঠিক রাখতে হবে। স্টার্ট আপের জন্য পুঁজি বরাদ্দ করতে হবে। যাতে ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্প নিজেদের উৎপাদন বজায় রাখতে পারে।"

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের প্রধান অর্থনীতিবিদ সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, "ক্রেডিট (credit), কোভিড (covid), ক্রুড (crude) এবং কনফিডেন্স (confidence), বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে – এই চারটি সি–র ভয়ংকর সঙ্গমে আমরা রয়েছি। এই চারটি বিষয় বিভিন্ন রকম ভাবে কাজ করছে। এই সমস্যার একাধিক মাত্রা রয়েছে। এবং তাই সমস্যা সমাধানে নীতি তৈরি করতেও সমস্যা হবে। আর্থিক বৃদ্ধির হার হ্রাস নিয়ে বলা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমন বলা যাচ্ছে না, কী করে সব ফের খুলবে। এটা নির্ভর করছে বিভিন্ন ক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর।"

সভায় সকলকে ধন্যবাদ জানান দ্য বেঙ্গল চেম্বারের আর্থিক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন রাজস্ব ও অর্থসচিব সুনীল মিত্র। সভা সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, দ্য বেঙ্গল চেম্বারের আর্থিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ড. অজিতাভ রায়চৌধুরী।